# আল-কাসাস | Al-Qasas | اَلْقَصَص

আয়াতঃ ২৮ : ৩৪

## আরবি মূল আয়াত:

وَ اَخِیۡ هٰرُوۡنُ هُوَ اَفۡصَحُ مِنِّیۡ لِسَانًا فَاَرۡسِلۡهُ مَعِیَ رِدۡاً یُّصَدِّقُنِیۡۤ ۫ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اَنۡ یُّکَذِّبُوۡنِ ﴿۳۴﴾

## অনুবাদসমূহ:

‘আর আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী, তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। — আল-বায়ান

আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী, কাজেই তাকে তুমি সাহায্যকারীরূপে আমার সঙ্গে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে মিথ্যে বলে প্রত্যাখ্যান করবে।’ — তাইসিরুল

আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। — মুজিবুর রহমান

And my brother Aaron is more fluent than me in tongue, so send him with me as support, verifying me. Indeed, I fear that they will deny me." — Sahih International

৩৪. আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বাগ্মী(১); অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে।

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, ওয়াজ ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়। তবে হারূন আলাইহিস সালাম তার ভাই মূসা আলাইহিস সালাম থেকে বেশী বাগ্মী হলেও ফের'আউনের সাথে কথাবার্তা মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল বলেই প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাগ্মীতার যেমন প্রয়োজন তেমনি জ্ঞানের পরিধিরও আলাদা কদর রয়েছে।

তাফসীরে জাকারিয়া

(৩৪) আমার ভাই হারূন আমার থেকে বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সহযোগীরূপে প্রেরণ কর,[1] সে আমাকে সমর্থন করবে। নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।’

[1] ইস্রাঈলী বর্ণনা মতে মূসা (আঃ) ছিলেন তোতলা। যার কারণ এই বলা হয়ে থাকে যে, শিশু মূসার সামনে আগুনের আঙ্গার ও খেজুর অথবা মুক্তা রাখা হয়েছিল। তিনি আগুনের আঙ্গার তুলে মুখে পুরে নিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁর জিহ্বা পুড়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা বা যুক্তি ঠিক হোক অথবা ভুল, কুরআনের এই আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আঃ)-এর তুলনায় হারূন (আঃ) বেশি বাকপটু ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। আর মূসা (আঃ)-এর মুখে ছিল আড়ষ্টতা ও জড়তা। যা দূর করার জন্য তিনি নবুঅত প্রাপ্তির পর দু'আ করেছিলেন। رِدء এর অর্থ সহায়ক, সহযোগী, সমর্থক। অর্থাৎ, হারূন নিজ বাকপটুতায় আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3286

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন